Report on “Farmers’ Training Programme” on Scientific Aquaculture Practices held on 21st to 23rd April, 2021 West Bengal

বায়োটেক কিষান হাব প্রকল্পের পক্ষ থেকে একটি অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে যা মৎস্য চাষকে উন্নত করার জন্য। এটি ২১শে এপ্রিল থেকে ২৩ শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মুখ্য পরিদর্শক ছিলেন কেশব চন্দ্র ধারা মহাশয়। আমাদের এই প্রশিক্ষণের ১৩৪ জন মৎস্য চাষি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল করেছিল। তাদের মধ্যে 97 জন aspirational districtএর। এই অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট স্বজন মানুষ উপস্তিত ছিলেন তারা হলেন পরিসংখ্যান উপদেষ্টা শ্রীমতী রাধা আশ্রিত, প্রাক্তন উপাচার্য ও বায়োটেক কিষান হাবের পরামর্শদাতা প্রফেসর গয়া প্রসাদ, প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর চঞ্চল গুহ, প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ডঃ সৌরভ চন্দ্র এবং প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তা ডঃ বিপুল কুমার দাস মহাশয়। রাধা আশ্রিত বলেন যে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' এই অনুষ্ঠান টি আগস্ট 2022 পর্যন্ত চলবে এটি গ্রামীন মহিলা খামারিদের নিয়ে করা হচ্ছে। এখানে সারা দেশে ১৫০টি জেলা নিয়ে কাজ হচ্ছে তার মধ্যে 5 টি পশ্চিমবঙ্গের। 5 টি aspirational জেলাগুলি হলো নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ,মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর এই জেলাগুলোতে প্রাণী পালন ও মৎস্য চাষের উপরে কাজ করা হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এখানে গ্রামীন মহিলা খামারিদের আয় সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভর করনের লক্ষে ভারত সরকারের dbt কর্তৃক একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এখানে তথ্য ও প্রযুক্তিগত বন্ধন যাতে আরো দৃঢ় করা যায় সেই প্রচেষ্টা চলছে। বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়াই হলো বায়োটেক কিষান হাবের মূল উদ্দেশ্য। গয়া প্রসাদ বলেন যে,মহিলা খামারিদের আয় ও জীবনযাপনের মান উন্নত করাই হলো এই প্রকল্পের লক্ষ্য। ২০১৭ সালে DBT ভারত সরকার অনুমোদিত একটি কৃষক কেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রকল্পটি চালু করেছিল। তিনি আরো বলেন যে, ডঃ ধারা ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ শেষ করেছেন এখন তিনি দ্বিতীয় ধাপের কাজ গ্রামীণ মহিলা চাষীদের aspirational district নিয়ে ভারত সরকার অনুমোদিত একটি কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। তিনি উচ্চস্তরের সন্তোষ্টি প্রকাশ করেছেন,এই হাব পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খামারিদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিশেষত খামারি মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি এই কাজ অনেক সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করে চলেছেন। এখন যা পরিস্থিতি তার মধ্যেও অনলাইনে চাষীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিভাবে মৎস্য চাষ ও প্রাণী পালন করা যায় সে অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ৭৫ বছর উদযাপনে ভারত সরকারের জৈব প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া খামারি বন্ধুদের আত্মনির্ভর গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আয়োজিত 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' - এর দামামা সারা দেশে বেজে উঠেছে। মৎস্য ও মৎস্য পালন খাদ্য, পুষ্টি,আয় ও গার্হস্থ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের খামারিদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও জীবন-জীবিকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জেলাগুলোর সাথে সাথে আমাদের জেলার পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বায়োটেক কিষান হাবের পক্ষ থেকে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' এর উপলক্ষে প্রায় ৯ ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ৫টি সম্ভাব্যময় জেলার প্রায় ৩,০০০ জন চাষী উপকৃত হবেন এই লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য খামারিদের মধ্যে উন্নত মাছের বীজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের অনেক তথ্য অজানা রয়েছে। এই সমস্যা কমাতে উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ পশ্চিমবঙ্গের মাছ চাষীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই প্রকল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বর্তমান মহামারী পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ

বায়োটেক কিষান হাব প্রকল্প সমস্ত নিয়মবিধি অনুসরণ করে এই কর্মসূচি গুলিকে রূপায়ণ করার এক অনবদ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে আধুনিক প্রযুক্তির উপর ভর করে। এই কোভিড১৯ মহামারীর পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী মৎস্য চাষীদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য চাষীরাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এই সমস্যা সমাধানের লক্ষে বায়োটেক কিষান হাব এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এবং মৎস্য চাষীদের পাশাপাশি যারা প্রানীপালক তাদের ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বায়োটেক কিষান অয়োজিত মৎস্য প্রশিক্ষণের কিছু ছবি।